

শিক্ষাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করিতে হইবে

প্রধানমন্ত্রী

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে জীবন তিত্তিক সমগ্র জাতির প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং সময়োপযোগী করিয়া চালিয়া সাজাইতে হইবে। ইহাছাড়া শিক্ষাকে করিতে হইবে

উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত। প্রধানমন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ফেলোশীপ কর্মসূচীর অধীনে পিএইচডি ধারীদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বলেন যে শিক্ষা (১০ম পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃ: পর)

সম্রাসের জন্ম দেয়, বেকারত্ব বাড়ায়, মেধার অপচয় ঘটায় এবং নকল প্রবণতা বৃদ্ধি করে— সে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে চালিয়া সাজাইয়া দারিদ্র্য মুক্ত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের কাজে আগাইয়া আসার জন্য শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মেধা পাচার বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। তিনি বলেন, ছাত্রদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকলকে বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের আগাইয়া আসিতে হইবে। দেশের উচ্চ শিক্ষার মানের উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাবমূর্তি নির্ভরশীল। সরকার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছেন। এইসব পদক্ষেপের মধ্যে রহিয়াছে: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচীর প্রবর্তন এবং দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালুর অনুমোদন প্রদান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা আমাদের রাজনৈতিক 'অঙ্গীকার' এবং এই অঙ্গীকার পূরণের উদ্দেশ্যে আগামীতে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী পিএইচডি লাভকারীদের অভিনন্দন জানাইয়া আশা প্রকাশ করেন যে, তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবেন।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: শামসুল হক, সদস্য অধ্যাপক মো: আলী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

পূর্বাঙ্কে প্রধানমন্ত্রী পিএইচডি-প্রার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।